দৈনিক সংবাদ

১১০

তারিখ JUN. 21 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

বই হোক শুল্কমুক্ত

'সংবাদ'-এর দ্বিতীয় সম্পাদকীয় পাঠ করে

মফিদুল হক

আমাদের কৈশোরে 'আউট বই' বলে একটি কথা চালু ছিল। তখনকার সরল সাধারণ জীবনধারা অনুযায়ী বই ছিল দু প্রকার বিদ্যালয়ের পরীক্ষা বৈতরণী পার হওয়ার জন্য নির্বাচিত পাঠ্য বই এবং এর বাইরের যাবতীয় বই যা একবাক্যে চিহ্নিত হয়েছিল 'আউট বই' হিসেবে। সুবোধ ছাত্ররা পাঠ্যবইয়ে মনপ্রাণ সঁপে দিলেও তুখোড় ছেলেদের ছিল আউট বইয়ের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ এবং আউট বই যে অপাঙক্তেয় কোন বিষয় নয়, বরং বিদ্যার্থীর মননের বিকাশে অতীব প্রয়োজনীয়, সেটা ক্রমেই স্বীকৃতি অর্জন করেছিল। তারপর জীবনের অধিকতর বিকাশ এবং তথ্য ও জ্ঞানের লভ্যতা ও বিস্তৃতি তো এটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে মননের বিকাশে ও মানব সম্পদ উন্নয়নে কতো বিচিত্র ধরনের কত শত বই প্রয়োজন হয়। 'আউট বই' কথাটাও তাই অচিরেই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গিয়েছিল।

এখন একবিংশ শতকের দরজায় কড়া নাড়ার সময় অর্থমন্ত্রী শাহ এএসএম কিবরিয়া, এককালের সুবোধ ছাত্র হিসেবে স্বকীর্তি যিনি ভুলে যাননি, আবারও যেন আউট বইয়ের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন। বাজেটে তিনি পাঠ্য ও রেফারেন্স বই বাদে অন্যান্য যাবতীয় বইয়ের উপর শুল্ক অবিশ্বাস্যভাবে ১৫ শতাংশ আরোপ করেছেন। শুল্কযোগ্য বইয়ের যে সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন এককথায় তাদের বলা যায় 'আউট বই'। বিদ্যার্থীর পরীক্ষা পাসের জন্য নির্দিষ্ট ও সহায়ক বইয়ের বাইরে আর সব বিদেশী বইয়ের লভ্যতাকে তিনি অনুৎসাহিত করছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে দেশীয় প্রকাশনার স্বার্থে তিনি এই পদক্ষেপ নিয়েছেন। কিন্তু এই বক্তব্যের অসারতা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। 'সংবাদ'-এর সম্পাদকীয়তে প্রস্তাবকে বলা হয়েছে 'আত্মঘাতী'। প্রশ্ন তোলা হয়েছে পাঠ্য বইয়ের বাইরে বাকি সব বই কি অপাঠ্য?

এক্ষেত্রে স্মর্তব্য, বাংলাদেশের প্রকাশকদের পক্ষ থেকে বিদেশী বইয়ের উপর শুল্ক বাড়ানোর কোন দাবি কখনো তোলা হয়নি। বইয়ের ভোক্তা পাঠকশ্রেণী তো এটা কখনোই চাইবে না। দেশের মুদ্রণশিল্প মালিকদের পক্ষ থেকে এমন একটা দাবি তোলা হয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। দেশীয় মুদ্রণের উচ্চ ব্যয় পরিহারকল্পে কেউ কেউ বিদেশ থেকে বই ছাপিয়ে আনছেন, এমন একটা প্রবণতা দেখা দেয়ায় শঙ্কিত হয়ে তারা এই দাবি করেছিলেন। তবে এই প্রবণতা যদি কিছু দেখা দিয়ে থাকে সেটা পাঠ্যবইয়ের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, যার মুদ্রণ সংখ্যা অনেক বেশি। সে কারণে ঢালাওভাবে শুল্ক আরোপের কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না।

তবে এই শুল্ক আরোপ গ্রন্থের তস্করবৃত্তি বা পাইরেসি প্রসারে আশীর্বাদ হিসেবে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশে বিগত কয়েক বছরে গ্রন্থ তাস্কর্য আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর শুরু হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় লেখকদের বইয়ের অবৈধ মুদ্রণ দ্বারা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, বুদ্ধদেব গুহ প্রমুখ লেখকের জনপ্রিয় উপন্যাসগুলোর পাইরেসির মাধ্যমে যারা হাত পাকিয়েছে তাদের খাঁই এখন অনেক বড় হয়ে উঠেছে। সংসদের অভিধান, মৈত্রেয়ী দেবীর 'ন হন্যতে', কিংবা অন্য যেকোন বই, বাংলাদেশের বাজারে যার ন্যূনতম একটি চাহিদা রয়েছে সেটারই চোরাই সংস্করণ ছাপা হচ্ছে দেশে। প্রিন্টার্স লাইনবিহীন কিংবা অসত্য প্রিন্টার্স লাইনের এই বইগুলোর প্রকাশক যেই হোন ছাপার কাজ অবশ্য মুদ্রণশিল্পের কোন মালিকের দ্বারাই সাধিত হয়। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, জনপ্রিয় কোন বিদেশী বইয়ের তিন-চার ধরনের পাইরেট সংস্করণ একই সঙ্গে বাজারে এখন দেখা যায়। পাইরেসির ভিত্তি সম্প্রসারণের পরিচয় মেলে অরুন্ধতী রায়ের ইংরেজি বই 'গড অফ স্মল থিংস'-এর চোরাই সংস্করণের মধ্যে। যেহেতু মূল ইংরেজি সংস্করণের দাম অনেক বেশি তাই পাইরেটরা এর অবৈধ মুদ্রণে আগ্রহ বোধ করছে। তস্করের এই থাবা এখন কম্পিউটার বিষয়ক বই, মেডিক্যাল বই ইত্যাদি ক্ষেত্রেও প্রসারিত হচ্ছে। তাদের ঔদ্ধত্য এতোই বেড়েছে যে, দেশীয় প্রকাশকদের বইও চোরাইভাবে মুদ্রণে তারা পিছপা হচ্ছে না। বিশিষ্ট প্রকাশনা সংস্থা 'সন্দেশ' থেকে আবীর হাসান অনূদিত 'গড অব স্মল থিংস'-এর বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হলে অচিরেই তার চোরাই সংস্করণও প্রকাশ পায়। মূল প্রকাশক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে অবৈধ মুদ্রণকারীকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেও খেই পান না।

পাইরেসি দেশীয় প্রকাশনার বিরাট ক্ষতি করছে বইয়ের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে। সব দেশেই প্রকাশক কর্তৃক পুস্তক বিক্রেতার কাছে বই দেয়ার একটি নির্দিষ্ট কমিশন ও বিধিমালা প্রযোজ্য থাকে। প্রকাশকদের দেয় এই কমিশনের চেয়ে অনেক বেশি সুবিধা প্রদান করতে পারে পাইরেট প্রকাশকরা। ফলে বইয়ের বাজারে সকল রীতি তারা বানচাল করে দিচ্ছে। বিদেশী বইয়ের তাস্কর্যে যারা লিপ্ত তারা দেশীয় প্রকাশনারও যে বড় শত্রু এটা অনেকে উপলব্ধি করতে পারেন না। সরকার যদি এটা বুঝতেন তাহলে বিদেশী বইয়ের উপর এমন উচ্চহারে প্রবেশ মূল্য ধার্য করতে পারতেন না।

আরো একটি কারণে শুল্কমুক্ত বিদেশী বইকে আমাদের স্বাগত জানানো উচিত। নানাভাবে বিনষ্টির পথে এগিয়ে যাওয়া ঢাকা মহানগরীতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইতিবাচক হিসেবে দেখা দিয়েছে দুই ধরনের প্রবণতা- ফুল ও বইয়ের দোকানের সম্প্রসারণ। এর মধ্যে ফুলের দোকানের সম্প্রসারণে সরকারের একটি সহায়ক ভূমিকা ছিল এই অর্থে যে, সিটি করপোরেশন সড়ক পার্শ্বের কয়েকটি স্থানে সুদৃশ্য ঘর তুলে ফুলের দোকান হিসেবে ভাড়া দিয়েছে। কিন্তু বইয়ের দোকানের যে প্রসার সেখানে সরকারের কোনই ভূমিকা নেই। এর পেছনে আছে গ্রন্থপ্রেমী ব্যবসায়ীদের ভূমিকা এবং বইয়ে পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি। দেখতে দেখতে চোখের সামনে বিকশিত হয়েছে শাহবাগের বইয়ের বাজার- সেখানে বিদেশীয় নানা বিষয়ের সমৃদ্ধ সংগ্রহ যেন স্বাদেশিক মননচর্চার শক্তিময়তা মেলে ধরছে। এমনি আরো কতক গ্রন্থ বিপণি গড়ে উঠেছে এদিক- সেদিক। বিদেশী বইয়ের উপর ঢালাও শুল্ক আরোপ এসব গ্রন্থবিপণিকে বড়রকম ক্ষতির সম্মুখীন করবে।

সংবাদ-এর সম্পাদকীয় গ্রন্থের উপর শুল্ক আরোপকে সত্যিকারভাবেই 'আত্মঘাতী' বলে চিহ্নিত করেছে, মননের বিকাশ রুদ্ধ করার এই সিদ্ধান্ত থেকে সরকার আশা করি সরে আসবেন।